এক শান্তিরক্ষীর দিনলিপি

ইউহানার উপবাস ও পুলিশ হেফাজত

--রাজ্জাক রাজা

ট্রাফিক কোলোকেশনে গিয়ে আজ হাজত খানায় দুইজন মাত্র আসামী দেখতে পেলাম। এদের মধ্যে ডোগো (Ndogo) উপজাতির ইউহানা এন্থনী নামের একুশ বছর বয়সী যুবকটি গত ২২ জুলাই গ্রেফতার হয়ে হাজতে এসেছে। ইউহানার অপরাধ হল, মোটর সাইকেল চালাতে গিয়ে সে দুর্ঘটনাবসতঃ এক জন বালকের পা ভেঙ্গে ফেলেছে। বালকটি বর্তমানে ওয়াউ সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসাধিন আছে। বালকের চিকিৎসার জন্য ইউহানা তার সঞ্চিত সকল অর্থই ব্যয় করেছে। কিন্তু তার চিকিৎসার জন্য আরো অর্থ চাই। সব চেয়ে বড় কথা হল চিকিৎসা হলেই হবে না। বালকের ক্ষতির জন্য ইউহানাকে কয়েক হাজার সুদানীজ পাউন্ড দিতে হবে।

দক্ষিণ সুদানের ট্রাফিক আইন অযৌক্তিক ভাবে কড়া। দুর্ঘটনায় পতিত হলে একজন মোটরযান চালককে যে কোন সাধারণ মানুষও গ্রেফতার করতে পারে। কিন্তু এখানে দুর্ঘটনার তেমন কোন মাত্রাগত প্রকার ভেদ নেই। এক জন নীহিত পথচারীকে মাতাল গাড়ি চালক কর্তৃক চাপা দেয়া আর বাইসাকেল চালাতে গিয়ে কারো গায়ের উপর পড়ে যাওয়া একই গুরুত্বের অপরাধ। কয়েক দিন আগে আহম্মেদ আব্দুল্লাহ নামের এক দারফুরিয়ান যুবককে কয়েদ খানায় দেখেছিলাম যার পানি-টানা গাধার গাড়িতে ধাক্কা খেয়েছিল এক বালক। তেমন কিছুই

হয় নি বালকের। কিন্তু আব্দুল্লাহকে গ্রেফতার হয়ে হাজতে আসতে হয়েছিল। আমাদের দেশের শহরাঞ্চলের ঠেলা গাড়ি আর গাধার গাড়ির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। গাধার গাড়িতে একটি বড় সড় পানির ব্যরেল বসানে থাকে। ওয়াউ শহরের বিভিন্ন বাসা-বাড়িতে এই ব্যরেলে করে পানি বিক্রি করা হয়। বাংলাদেশের ঠেলাগাড়ির নীচে পড়ে বা এতে ধাক্কা খেয়ে কেউ মরেছে বলেও শোনা যায় না এবং এই গাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে কোন ঠেলা গাড়ির চালক পুলিশ হেফাজতে গিয়েছে বলেও রেকর্ড নেই। কিন্তু দক্ষিণ সুদানের পশ্চিম বাহারুল গজল রাজ্যের রাজধানী ওয়াউ শহরে গাধার গাড়ির চালকরা অহরহ হাজত খানায় যাচ্ছে।

সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত গাড়ির চালক ক্ষতি পূরণ দিয়ে পুলিশ বা আইনের কাছ থেকে ছাড়া পেতে পারেন। কিন্তু এই ক্ষতি পূরণ ডোগো যুবক ইউহানার জন্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল এই দেশে বাদি ও বিবাদী পক্ষের মধ্যে আপোস-মীমাংসার জন্য একজন আসামীকে পুলিশ হেফাজতে দিনে পর দিন রেখে দেয়া হয়। সাইমন নামের তামা গোত্রের এক যুবককে দীর্ঘ পঁচিশ দিন ট্রাফিক পুলিশের হেফাজতে রেখে শেষ পর্যন্ত আদালতে পাঠানো হয়েছে।

আমি ডোগো গোত্রের যে যুবকের কথা বলছি সে এক জন ছাত্র। কিন্তু একটি মোটর সাইকেলের ওয়ার্কশপে সে খন্ডকালীন চাকুরী করে। ওয়ার্কসপের মোটর সাইকেল রাস্তায় পরীক্ষা করতে গিয়েই সে মূলতঃ দুর্ঘটনাটি ঘটিয়েছিল। ইউহানা ট্রাফিক পুলিশ হেফাজতে এসেছে মাত্র তিন দিন। কিন্তু এই কয় দিনে তার কোন আত্মীয়-স্বজন তাকে দেখতে আসেনি। আসবে কি করে?

তাদেরকে পুলিশ জানায় নি যে সে পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে হাজতে আছে। গ্রেফতারের প্রথম দিন থেকেই আমি জিম্বাবুয়ের আইজাক চিকোটুসহ কোলোকেশনে গিয়ে সাউথ সুদানীজ পুলিশদের অনুরোধ জানাচ্ছি ও পরামর্শ দিচ্ছি যে ইউহানার পিতা-মাতা বা আত্মীয় স্বজনদের খবর দেয়া হোক। কিন্তু প্রতিবারেই তারা আমাদের কথা কেবল শুনেছে; ইউহানার আত্মীয়দের খবর দেয় নি।

আজ কোলোকেশনে গিয়ে ইউহানার কাছ থেকে জানতে পারলাম, এপর্যন্ত তার কোন আত্মীয়-স্বজন তো দূরের কথা, তার কোন পরিচিত ব্যক্তিও তাকে দেখতে আসেনি। সবচেয়ে কষ্টের কথা হল আজ তিনি দিন থেকে ইউহানার পেটে কোন খাবার পড়ে নি। কেবল পানি খেয়েই এই যুবক পুলিশি হেফাজতে কাল-যাপন করছে। ইউহানার কথা শুনে আমরা হতবাক হলাম। পুলিশ হেফাজতে থাকলে তাকে কেউ খাবার দিবে না। পুলিশ হেফাজত মানে সরকারী হেফাজত। কোন অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি গ্রেফতরা হলে তার ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা সরকারই করবে। আসামীর আত্মীয়-স্বজনরা তাকে খাবার সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু তাই বলে সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না।

আমরা দ্রুত ডিউটি অফিসারকে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। ডিউটি অফিসার ব্যাপ্টিস্টা ইমানুয়েল একজন প্রাইভেট অর্থাৎ পুলিশ কনস্টেবল মাত্র। এই দেশের পুলিশ বাহিনীতে কনস্টেবলদেরও ডিউটি অফিসার বা তদন্তের দায়িত্ব দেয়া হয়। ব্যাপ্টিস্টা জানাল,আসামীদের জন্য পুলিশ সরকারী ভাবে কোন খাবার সরবরাহ করে না। গ্রেফতরাকৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরাই

তাদের খাবারের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ইউহানার কোন আত্মীয়-স্বজন তার জন্য কোন খাবার নিয়ে আসেনি বলেই সে উপোস আছে। কিন্তু নিজেদের দায়িত্ব থাকার পরেও কেন ইউহানার আত্মীয়-স্বজনদের খবর দেয়া হল না বা তাকে পুলিশ কাস্টডি থেকে আদালতে পাঠানো হল না সে সম্পর্কে কোন কথা ব্যপ্টিস্টা বলতে পারল না।

আমরা ইউহানার কাছ থেকে তার আত্মীয়-স্বজনদের ঠিকানা নিলাম। ট্রাফিক অফিস থেকে খুব বেশী দূরেও নয়। আমরা জাবেল খায়ের পুলিশ পোস্টের খুব কাছে গিয়েই ইউহানার এক আত্মীয়াকে পেলাম। মরিয়ম জাকারিয়া নামের এই মহিলা ইউহানার ঘনিষ্ট কোন আত্মীয় নয়। তবে আজ থেকে এক বছর পূর্বে তার বাসায় ইউহানা ভাড়া থাকত। যাহোক আমাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে মহিলা তড়িঘড়ি করে ইউহানার জন্য খাবারের যোগাড় করতে লাগল। তবে আমি ইউহানার তিন দিন থেকে উপোস থাকার কথা জানার সাথে সাথেই তাকে দুইটি সুদানীজ পাউন্ড দিয়েছিলাম। আমার দুটো সুদানীজ পউন্ডে ইউহানার এক বেলা পেট ভরে পাউরুটি আর সিমের বিচির ঝোল খাওয়া হয়ে যাবে।

ইউহানার তিন দিনের উপোস থাকার বিষয়টি আমাদের জাতি সংঘের শান্তি রক্ষীদের মধ্যে এক আলোচিত বিষয়ে পরিণত হল। আসামীদের খাওয়ানোর বিষয়টি সরকারী ব্যবস্থাধীন হলেও পৃথিবীর অনেকে দেশেই তা সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয় না। সরকারী অর্থ ব্যয়ের প্রক্রিয়াটি পৃথিবীর সকল সরকারী যন্ত্রেরই এক সেট জটিল নিয়ম-নীতিতে আবদ্ধ।

জিম্বাবুয়ের চিকোটু বলল, তারা অতি সহজেই সরকারের কাছ থেকে আসামীকে খাওয়ানোর অর্থ পেয়ে যান। ইথিওপিয়ার সলোমন বলল,তাদের দেশের পুলিশ হেফাজতে রাখা আসামীদের খাওয়ানোর জন্য পুলিশকে একটি নিয়মিত বাজেট বরাদ্ধ দেয়া হয়। তবে তা একজন আদম সন্তানকে তিন বেলা খাওয়ানোর জন্য যথেষ্ঠ নয়। এই নিয়ে মানবাধিকার সংস্থাগুলো প্রায়শই সরকারের সমালোচনা করে থাকেন। নেপালের কেশব থেবে বলল,আসামীদের খোরাকী হিসেবে প্রাপ্য অর্থের জন্য তাদের দেশেও সরকারী বাজেট আছে। কিন্তু তা পাওয়া কষ্টকর। তাই তারা আসামীদের নিজ পকেট থেকে খাবার দিয়ে পরে তা আসামীর আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে তুলে নেয়। আসামীর আত্মীয়দের কাছ থেকে খাবারের টাকা নেয়া আইন সিদ্ধ নয়। কিন্তু এটা বহুল প্রচলিত পুলিশি প্রাকটিস। তারা আমাদের বাংলাদেশে পুলিশ হেফাজতে আসামীদের খোরাকীর বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাইল। আমি বাংলাদেশ পুলিশের জন্য রীতি মতো এই অপ্রীতিকর বিষয়টি সম্পর্কে তাদের বিস্তারিত না বলে পারলাম না।

আমি বললাম,আমাদের দেশের পুলিশ ব্যবস্থা এখনো বৃটিশ সরকারের তৈরী করা ছকে পরিচালিত হয়। বৃটিশরা আমাদের জন্য যে পুলিশি ব্যবস্থা রেখে গেছে তা থেকে আমরা এখন পর্যন্ত বের হয়ে আসতে পারিনি। আমাদের পুলিশ অফিসারদের পক্ষ থেকে তো বটেই, সারা দেশের সচেতন জনগণের পক্ষ থেকে এই পুলিশি ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য প্রচণ্ড চাপ আছে। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য কারণে আমরা বার বার পিছিয়ে যাচ্ছি। আমাদের পুলিশ ব্যবস্থাকে ক্ষমতাসীনরা ক্ষমতায় আসার আগে ভেঙ্গে ফেলে নুতন

করে গড়ে তোলার অঙ্গিকার করেন । কিন্তু ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরদিন থেকেই তারা বৃটিশ আমলের পুলিশি ব্যবস্থার প্রেমে পড়ে যান। পুরাতন প্রেমিকার মতো বৃটিশদের পুলিশি রীতিকে তারা পরিত্যগ করতে পারেন না।

পুলিশের হেফাজতে কোন আসামী এলে বাংলাদেশের পুলিশি ব্যবস্থায় তার খোরাকীর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব বিজ্ঞ জেলা ম্যাসিস্ট্রেটের। কিন্তু এই জন্য পুলিশ সুপার বা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নগদ বা অগ্রিম কোন অর্থ পরিশোধ করা হয় না। একজন আসামীকে সরকারী ব্যবস্থায় খাওয়াতে হলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একটি হোটেলকে তালিকাভূক্ত করে তার কাছ থেকে বাকীতে খাবার নিবেন। এর পর মাস শেষে তার কাছ থেকে ভাউচার নিয়ে নির্ধারিত ফর্মে একটি বিল তৈরী করে তা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সংশ্লিষ্ট শাখায় পাঠিয়ে দিতে হয়। বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে,বাজেট বরাদ্ধ থাকা সাপেক্ষে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অনুকূলে চেক ইসু করেন।

পদ্ধতিটি বেশ জটিল। কারণ আসামীদের খাওয়ানোর জন্য ব্যয়িত অর্থ ফেরত পাওয়ার জন্য এক জন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পক্ষে বিল তৈরী করে তা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা প্রশাসকের অফিসে জমা দিয়ে লেফ্‌ট-রাইট করে তা আদায় করা সম্ভব হয় না। সব চেয়ে বড় কথা হল, এক জন আসামীকে তিন বেলা খাওয়ানোর জন্য সরকারী বরাদ্ধের পরিমাণ মাথা পিছু মাত্র ১০ টাকা। এই দশ টাকায় বর্তমান বাজারে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের তিন বেলা ক্ষুন্নিবৃত্তি তো দূরের কথা তার জন্য তিনটি

আমড়া কেনাও সম্ভব হয় না। তাই আমাদের পুলিশ কর্মকর্তারা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আসামী খোরকীর অর্থ চেয়ে কার্যতঃ কোন বিলই প্রেরণ করেন না। তারা আসামীদের খাবারের খরচ অন্যভাবে ম্যানেজ করেন।

পুলিশ হেফাজতে আসামীর খোরাকী উসুলের দুটো পদ্ধতি আছে। একটি হল আসামীর আত্মীয়-স্বজনদের খাবার সরবরাহ করতে অনুমতি দেয় যা আইন অনুসারে অবৈধ। অন্যটি হল হয় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার নিজ পকেট থেকে সকল আসামীর খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন কিংবা তিনি থানার সকল অফিসারকে পালাক্রমে থানা হাজতে রাখা আসামীদের খাবারের ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিবেন।

বলা বাহুল্য থানা হাজতে আসামীদের বাইরে থেকে খাবার সরবরাহ করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ অনেক আসামীকে তার সহযোগিরা কিংবা প্রতিপক্ষগণ বিষ প্রয়োগে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারেন। বিশেষ করে কোন সংঘবদ্ধ অপরাধীদল বা চরমপন্থি দলের কোন সদস্য পুলিশের হেফাজতে এসে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়া শুরু করলে তাকে হত্যা করার জন্য তার সহযোগিরা চেষ্টা চালাতে পারে। বাইরে থেকে খাবার সরবরাহ করা হলে খাবারের সাথে বিষ প্রয়োগের ঝুঁকি থাকে। অন্য দিকে খাবার সরবরাহের অনুমতির সাথে একটি দুর্নীতির সুযোগ তৈরী হয়। আসামীর নিরাপত্তা ও দেখা শোনার কাজে নিয়োজিত পুলিশ কনস্টেবলগণ এই অবৈধ সুযোগ তৈরী করার বিনিময়ে আসামীর আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে উৎকোচ দাবী করে থাকে।

অন্যদিকে নিজের পকেট থেকে আসামীকে খাওয়ানোর বিষয়টিও অমানবিক। আমরা আমাদের পুলিশ অফিসারদের কয় টাকা বেতন দেই। তাদের সুযোগ সুবিধাই বা কতটুকু। সামান্য বেতনের ছা-পোষা সাব-ইন্সপেক্টর যখন সপ্তাহে একদিন বা দুই দিন থানা হাজতে রাখা আসামীদের অতিথির মতো খাওয়ানোর দায়িত্ব পায়, তখন তার বউ-বাচ্চা না খেয়ে থাকে। আর বউ বাচ্চার খাবার সংগ্রহ করতে তাকে বাঁকা পথে বা অসৎ পথে অর্থ উপার্জন করতে হয়।

তবে একটি বিষয় আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, বাংলাদেশ পুলিশের কোন ইউনিটে যদি কোন আসামী গ্রেফতার হয়ে আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থায় থাকে তবে তাকে তিন দিন উপোস থাকতে হয় না। আত্মীয়হীন এক জন আসামীর ক্ষুধার অন্ন আমাদের পুলিশ অফিসারগণ যে কোন ভাবেই হোক সরবরাহ করে থাকেন। এটা গরু মেরে গুরুকে জুতো দানই হোক বা মানবতার খাতিরেই হোক আমাদের বাংলাদেশের পুলিশ অফিসারগণ তা করে থাকেন। রমজান মাসে থানার হাজতিদের নিয়ে থানার পুলিশ অফিসারগণ একই সাথে ইফতারী করার ছবিও পত্রিকায় ছাপানো হয়। শুধু তাই নয়, অভিভাবকহীন শিশুদের হেফাজতে রাখার দায়িত্বও পুলিশ পালন করে থাকে। এই সব শিশুর খাওয়া -দাওয়া এমন কি পোষাক আশাকের ব্যবস্থাও আমাদের থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের করতে হয়। হাই ওয়ের পাশের থানা গুলোর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বেওয়ারিশ ব্যক্তিদের জীবন রক্ষা কারী ঔষধের ব্যবস্থা পর্যন্ত করতে হয় । হিসেব করলে দেখা যাবে একজন পুলিশ অফিসারকে দুঃস্থ ব্যক্তিদের সেবার জন্য প্রতি মাসেই কিছু না

কিছু খরচ করতে হয়। কিন্তু সরকারীভাবে এই অর্থ ফেরত পাওয়ার কোন উপায় নেই। এটা এক জন মানুষ হিসেবে অন্য একজন মানুষের জন্য কিছু নিঃস্বার্থ ব্যয়ের মধ্যে পড়ে বলেই বাংলাদেশের পুলিশ অফিসারগণ বিশ্বাস করে।

সাউথ সুদানের পুলিশী ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় আছে। এদের না আছে ইউনিফর্ম,না আছে গাড়ি-ঘোড়া। তারা উপযুক্ত বেতন তো পান-ই না বরং যত কিঞ্চিৎ বেতনের ব্যবস্থা আছে তাও প্রতি মাসে পান না। আমাদের টার্গেট মনিটরিং এর জন্য যে চারটি পুলিশ পোস্ট আছে তার অফিসারগণ গত তিন মাস থেকে কোন বেতন পান না। আমার বিশ্বাস এই মুহূর্তে সাউথ সুদানের পুলিশ হেফাজতে এক জন ইউহানাকে তিন দিন না খেয়ে থাকতে হল বটে; কিন্তু এক বার যুদ্ধ শেষে এই দেশ পুণর্গঠিত হলে পুলিশ হেফাজতে কেউ না খেয়ে রাত্রি যাপন করবে না। সরকারী ভাবে না হলেও পুলিশ অফিসারগণ ব্যক্তিগতভাবে আসামীদের অন্ততঃ ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে। কারণ, পুলিশ অফিসারগণও মানুষ। একজন মানুষকে এক দিন উপোস রেখে নিজেদের হেফাজতে রাখা যায়। কিন্তু পর পর তিন দিন উপোস রাখা যায় না।

(ওয়াউ টিম সাইট/২৫ জুলাই ২০০৮ /শুক্রবার)